অন্যরকম দশটি গল্পের সংকলন

অন্য কাহন

আফতাব হোসেন

ঐতিহ্য

পৃথিবীতে বই পাগল মানুষ অনেক আছে।
কিন্তু গাঁটের পয়সায় বই কিনে অন্যদের বিলানোর মতো
পাগল খুব কমই আছে!
বন্ধু এডাম উড (কচি), তোমার মতো পাগলরা
আছে বলেই আমরা লেখার উৎসাহ পাই।

সূচিক্রম

অন্যাসক্তি ৯
অতৃপ্তি ২২
অভ্যন্তরে অন্য কেউ ৩৩
অন্তরালে অনাচার ৬২
অপেক্ষা ৮০
অনর্ঘ অশ্রু ৯২
অন্য ভুবন ১০৩
অস্বস্তি ১২৫
অনন্ত পথের যাত্রী ১৩৪
অন্তিম ইচ্ছা ১৫০

অন্যাসক্তি

তুমি কি খুব ব্যস্ত?

কার্তিকের এই কুসুম কুসুম সকালে বউয়ের গলায় চৈত্রের ঝাঁজ? আমি সতর্ক হয়ে গেলাম। হেমন্তের বাতাসে ঝরা শিউলির গন্ধ। প্রকৃতিতে হালকা শীতের আমেজ। গরম চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে মগজ চুলকচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম, কী লেখা যায়? তখনই বেজে উঠল বউয়ের কণ্ঠে যুদ্ধের দামামা। তবে সেটা ঠিক কী কারণে বুঝতে না পেরে, বেক্কলের মতো আক্কেল দাঁতের আধেকটা বের করে বললাম, হে হে হে, কী যে বলো? বেকার মানুষের আবার ব্যস্ততা?

কে বলে বেকার? তুমি তো এখন মহাপণ্ডিত মানুষ। কত ব্যস্ততা তোমার। কত রকম বাণী দিচ্ছ। সে বাণী শুনে ভক্তের দল কত বাহবা দিচ্ছে! আমি তো ঘর কা মুরগি, ডাল বরাবর। সে ডাল কি আর মুখে রুচবে তোমার?

বুঝতে পারছি, ঝাঁসির রানি কথার হুল ফুটিয়ে আমাকে লড়াইয়ে নামতে উসকানি দিচ্ছেন। নিশ্চিত পরাজয় জেনেও যুদ্ধে নামার মতো বোকা আমি নই। দুই যুগ ব্রিটেনে থেকেছি। কিছুটা হলেও ব্রিটিশদের কূটকৌশল রপ্ত করেছি। আমি অন্য পথ ধরলাম। বিনয়ের সাথে বললাম, কোরবানেত শুমা বেরাম খানম। হরফে শুমা রুয়ে চাশম হাস্ত। লুথফান বেফারমায়েন (তোমার জন্য জীবন দিয়ে দেব, হে মাননীয়া। তোমার কথা আমার চোখের পাতায়। দয়া করে ফরমান জারি করো)।

আমার মুখে ফারসি শুনে বউয়ের চোখে সন্দেহে আরও ছোট হয়ে গেল। বিয়ের পর বছরতিনেক ইরানে ছিলাম। কাটিয়েছি জীবনের সবচেয়ে রোমান্টিক সময়। সে যেন এক দীর্ঘ অভিসার। আমার জানা মতে ফারসি হলো পৃথিবীর সবচাইতে বেশি অলংকারসমৃদ্ধ এক রোমান্টিক ভাষা। তাই

ইরানে থাকা অবস্থায়, ভাষায় এবং রোমান্টিকতায়, আমরা দুজনেই খুব পারদর্শী হয়ে উঠেছিলাম। এখনো ভুলি নাই। আমার বউ বশীকরণের অনেক বিদ্যার এটিও একটি। ফারসি বলে যেই বউকে সেইসব মধুর দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেই, অমনি তার সব রাগ গলে পানি হয়ে যায়! অবশ্য খুব বিপদে না পড়লে এই বিদ্যাটা ব্যবহার করি না। কিন্তু আজ বুঝি দেবী তোষামোদে তুষ্ট হবার মুডে নেই। চেয়ারটা টেনে সামনে বসে চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করল, যা লিখেছ, তা সত্যি?

কেটে কেটে উচ্চারণ করল বউ। বুঝলাম, শুধু ফারসি কথায় চিড়ে ভিজবার নয়। যুদ্ধটা বুঝি আজ আর এড়ানো গেল না! শুধু বুঝতে পারছি না, ম্যাচটা কি টি-টুয়েন্টি হবে, নাকি ওয়ান ডে? নাকি পুরা পাঁচ দিনের টেস্ট? শুরুতেই আক্রমণাত্মক হবো না রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে খেলব? প্রথম ওভারটা শুধু ঠেকিয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নিলাম। বললাম, আমি বোকাসোকা মানুষ। না বুঝে কত কিছু লিখে ফেলি। কোন লেখার কথা বলছ?

সব পুরুষ নাকি বহুগামী। তার মানে তুমিও?

জানতাম, ধনুকের তির আর মুখের কথা একবার বেরিয়ে গেলে আর ফেরত আনা যায় না। পুরুষ দিবসে পুরুষের বহুগামিতা নিয়ে নিচের স্ট্যাটাসটা দিয়েছিলাম,

"সৃষ্টিগতভাবেই পুরুষ বহুগামী। কেউ শারীরিকভাবে, কেউ মানসিকভাবে। কারোটা প্রকাশিত, কারোটা অপ্রকাশিত। তবে পৃথিবীর তাবৎ প্রাণিকুলের মধ্যে মানুষই একমাত্র প্রজাতি, যে তার রিপুকে সংযমের শেকলে বেঁধে রাখতে পারে। সে শেকল সামাজিক মূল্যবোধের কিংবা চারিত্রিক দৃঢ়তার। সে শেকল ধর্মীয় অনুশাসনের কিংবা পারিবারিক শিক্ষার। সে শেকল ভালোবাসার কিংবা ভালোবাসার মানুষটির প্রতি সৎ থাকতে চাওয়ার। আর এটাই মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য।"

অবশ্য আক্রমণটা পুরুষ বন্ধুদের কাছ থেকেই আশা করেছিলাম। সেটা যে ঘর থেকে আসবে, তাও এত তাড়াতাড়ি, ভাবতে পারিনি। লড়াই যখন শুরু হয়েই গেছে। সে লড়াইয়ে জিততে হবে। এখন আর পিছু হটার কোনো মানে হয় না। আমিও চোখে চোখ রেখে শান্ত কণ্ঠে বললাম, সে দোষ তো আমার নয়।

তবে কার?

বিধাতার।

মানে কি? বিধাতা তোমারে কইছে বহুগামী হইতে? বউ থাকতেও অন্য মেয়েমানুষের সাথে ফষ্টিনষ্টি করতে?

না, তা বলেননি।

তাহলে?

দেখো, বিধাতা আসলে পুরুষজাতিকে নিয়ে একটা খেলা খেলছেন। পুরুষকে তিনি বহুগামিতার মানসিকতা দিয়ে তৈরি করেছেন। অথচ বিবাহ বহির্ভূত যৌনাচারকে পাপ বলেছেন। এমনকি অন্য নারীর দিকে তাকাতেও নিষেধ করেছেন।

আর মেয়েদের?

সে তো তুমিই ভালো বলতে পারবে। আচ্ছা বলো তো, রাস্তায় কোনো পুরুষমানুষকে দেখে তুমি যৌন উত্তেজনা অনুভব করো?

এ মা, ছি! ভাবতেও আমার বমি আসছে।

একজাক্টলি! দ্যাটস দ্য ডিফরেন্স। একই উত্তর প্রায় সব মেয়েই দেবে। অথচ প্রায় প্রত্যেক পুরুষই নারীর প্রতি প্রথম দর্শনে এক ধরনের যৌনাকর্ষণ অনুভব করে। হোক সে পুরুষ বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত। হোক সে পুরুষ দাম্পত্য জীবনে সুখী কিংবা অসুখী। আর সেই জন্যই ইসলাম ধর্মে সব পুরুষকে "গায়ের মুহররম" (যার সাথে বিবাহ বৈধ) নারীর প্রতি একবার চোখ পড়লে দৃষ্টি নামিয়ে নিতে বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয়বার না তাকাতে বলা হয়েছে। নারীর প্রতি তাকালে যদি পুরুষের যৌনাবেগ না-ই জাগত, বিধাতা যদি পুরুষকে এমন মানসিকতা দিয়ে তৈরি না-ই করত, তাহলে সারাদিন চেয়ে থাকলেও তো কোনো অসুবিধা হবার কথা নয়। অথচ নারীদের বেলায় এমনটা ঘটে না। তাই পুরুষদের দিকে তাকানোর ব্যাপারে তাদের জন্য তেমন কোনো বাধ্যবাধকতাও নেই। তাহলে বিধাতা পুরুষদের নিয়ে একটা খেলা খেলছেন না?

হুম। এভাবে তো ভেবে দেখিনি।

এসো, তোমাকে কিছু বাস্তব উদাহরণ দেই। টেলিভিশনে, ইন্টারনেটে, ফেসবুকে, পত্রিকায়, পোস্টারে, যত বিজ্ঞাপন দেখো, তারা পুরুষ না নারী?

অধিকাংশই নারী।

শুধু অধিকাংশই নয়, কিছু সেলিব্রেটি পুরুষ ছাড়া প্রায় সবাই নারী। সেই নারীদেরও কিন্তু তাদের প্রকৃত চেহারায় উপস্থাপন করা হয় না। সাজিয়ে গুজিয়ে, স্বল্প বসনা করে, যৌনাকর্ষকভাবে উপস্থাপন করা হয়। খরচ করা হয় হাজার হাজার কোটি টাকা। কেন? পুরুষ কাস্টমারকে আকৃষ্ট করার জন্য। অথচ মেয়েদের আকৃষ্ট করার জন্য পুরুষের উরু, পেট কিংবা বুক দেখিয়ে তেমন কোনো বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না।

হুম, এটা খেয়াল করেছি।

তবে যেটা খেয়াল করনি, সেটা হলো, রাস্তাঘাটে, অফিসে মার্কেটে, ক্লাসে ক্যাম্পাসে, মেয়েদের দেখে কিংবা সিনেমায় টেলিভিশনে, ইন্টারনেটে, ইউটিউবে, পত্রিকায় পোস্টারে মেয়েদের ছবি দেখে, এমনকি কল্পনায় পছন্দের কোনো মেয়েকে ভেবে একজন পুরুষ দিনে একাধিক বার যৌন উত্তেজনা অনুভব করে। অথচ কোনো নারী এভাবে অন্য পুরুষ দেখে, এমনকি নিজের পুরুষ দেখেও তেমন কোনো উত্তেজনা অনুভব করে না।

বলো কি?

শুধু তাই নয়। আচ্ছা, তুমি যদি রাস্তায় বিশ পঁচিশ বছরের একটি খুব সুন্দর হ্যান্ডসাম ছেলেকে দেখো, কী মনে হয় তোমার?

একটু থমকে গেল বউ। বুঝতে পারছে না, যে যুদ্ধ সে মুহূর্তে জয় করে ফেলবে ভেবেছিল, সে যুদ্ধ এখন কোন দিকে মোড় নিতে যাচ্ছে। একটু চিন্তা করে বলল, আমার ছেলের কথা মনে হয়।

আমি ভালো করে বউয়ের মুখটা দেখলাম। এই মুহূর্তে মুখটা তার হাসি হাসি। চোখ দুটো বন্ধ। একমাত্র ছেলে তার থাকে দূর প্রবাসে। তবে আসবে শীঘ্রই। থাকবে মাস খানেক। এই এক মাসে তাকে কত রকম খাবার খাওয়ানো যায়, কতভাবে আদর যত্ন করা যায়, তারই প্রস্তুতি চলছে এখন থেকেই। আমার কথায় সে আজ একটা বড়সড়ো ধাক্কা খেয়েছে। যে পুরুষের মধ্যে রয়েছে তার শ্রদ্ধেয় পিতা, স্নেহের ভাই, প্রিয় স্বামী, আদরের ছেলে, সেই পুরুষ জাতি নিয়ে এমন মন্তব্য হয়তো তার বিশ্বাসের ভিতটাই নাড়িয়ে দিয়েছে। শুধু সে নয়, অন্য যে কোনো মেয়ে এসব কথা শুনলে হয়তো এমনটাই হবে। অনেক মেয়েই পুরুষের ব্যাপারে ভুল ধারণা পোষণ করে। আজ আমাকে সে ধারণা বদলে দিতে হবে। আমি সময় নিয়ে এগুনোর সিদ্ধান্ত নিলাম। হেসে জিজ্ঞেস করলাম, কেন? তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছে করে না? কিংবা অন্তত এটা মনে হয় না, আহা, আমার স্বামীটিও যদি এখনো এমন থাকত!

ছি! তোমার মুখে কি কিছুই আটকায় না? একটা ছেলের বয়সি ছেলেকে নিয়ে এমন কিছু ভাবলে যে আমার জাহান্নামেও জায়গা হবে না।

অথচ দেখো, একজন পুরুষ শুধু এমনটা ভাবেই না, ষাট সত্তর বছর বয়সেও বিয়ে করতে চাইলে, মেয়ে কিংবা নাতনির বয়সি একটা মেয়েকেই খোঁজে।

ওই পুরুষগুলো তো লুচ্চার এক শেষ! তুমিও কি বুড়া বয়সে নাতনির বয়সি এক ছুকরিরে বিয়া করবা নাকি?

একটু সুযোগ পেয়েই আবার আক্রমণে উদ্যত হয় দেবী চৌধুরানি। হেসে বললাম, আমার কথায় পরে আসি। আসলে আমি বোঝাতে চাইছি, পুরুষের মস্তিষ্কটা এভাবেই প্রোগ্রাম করা। যে বয়সের একটি ছেলেকে দেখে তোমার বয়সি একজন মহিলার ভেতর মাতৃত্ব জেগে ওঠে, স্নেহ মমতা জেগে ওঠে, সেই বয়সি একটি মেয়েকে দেখে তোমার বয়সি কিংবা আরও বয়স্ক একজন পুরুষের আবার বিয়ে করার শখ জেগে ওঠে।

বউটিকে এবার বেশ বিভ্রান্ত দেখালো। দু-চোখে রাজ্যের অবিশ্বাস নিয়ে বলল, যাহ্, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। তুমি বানিয়ে বানিয়ে বলছ। আমাকে খ্যাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছ।

বানিয়েও বলছি না। খ্যাপানোর চেষ্টাও করছি না। আচ্ছা, আর একটা উদাহরণ দিই। স্ট্রিপ ক্লাবের নাম শুনেছ?

নাহ্। সেটা আবার কী?

স্ট্রিপ ক্লাবে নারীকে বিবস্ত্র করে উপস্থাপন করা হয়। বাংলাদেশে হয়তো নেই। তবে পৃথিবী বহু দেশে হাজার হাজার স্ট্রিপ ক্লাব আছে। সেইসব ক্লাবের আয় কত জানো?

আমি কী করে জানব? আমি কি স্ট্রিপ ক্লাব চালাই নাকি?

২০০৫ সালে শুধু নারীর শরীর দেখার জন্য পুরুষেরা স্ট্রিপ ক্লাবগুলোয় খরচ করেছে ৭৫ বিলিয়ন ডলার, যা কি না সেই বছরের বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) চাইতেও বেশি! মজার ব্যাপার হলো, সেইসব পুরুষের অধিকাংশই বিবাহিত এবং মধ্য বয়সি! অথচ মহিলারা পুরুষের শরীর দেখার জন্য তখন এক পয়সাও খরচ করত না!

তাহলে পুরুষ জাতটা তো আসলেই খুবই খারাপ। বদের বদ।

খারাপ ভালো তো আপেক্ষিক ব্যাপার। লোহা কিংবা চুম্বক, যার যেমন বৈশিষ্ট্য। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের জন্য কাউকে খারাপ কিংবা ভালো বলা কি ঠিক?

তার মানে কি তুমি বলতে চাইছ, পুরুষের এই বৈশিষ্ট্য আছে বলে তাকে বহুগামিতা কিংবা যথেচ্ছ যৌনাচারের লাইসেন্স দিতে হবে?

না, আমি তা বলছি না।

তাহলে কি বলতে চাইছ সব দোষ বিধাতার, আর তোমরা সব ধোয়া তুলসী পাতা?

না, আমি তাও বলছি না। এতক্ষণ যা বললাম, তা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। শুধু মানুষ নয়, পশুকুলেও পুরুষ প্রজাতির মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

তাহলে কি এই দাঁড়ালো না, প্রত্যেক পুরুষের ভেতর একটা পশু বাস করে। আর আমি এতদিন একজন পশুর সাথে ঘর করছি?

রাগ নয়, এবার আবেগে ধরে এলো বউয়ের গলা। ছলছল করছে দুই চোখ। থিরথির করে কাঁপছে পাতলা দুই ঠোঁট। ভাবলাম, অনেক হয়েছে। এবার ঘুরিয়ে দেই যুদ্ধের মোড়। হেসে বললাম, না, তুমি একজন পশুর সাথে ঘর করছ না। বরং এমন একজনের সাথে ঘর করছ, যাকে ভালোবাসার জন্য, সততার জন্য, নোবেল প্রাইজ দেওয়া যেতে পারে।

আহারে! তুমি তো আবার ধর্ম পুত্র যুধিষ্ঠির! নিজের দোষ কখনো দেখো না।

দেখো, কারো ভেতর পশুর বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে থাকলেই তাকে পশু বলা যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে পাশবিক আচরণ করে। বিধাতা অতটা অবিবেচক নন যে শুধু পশুর মতো যৌনাবেগ দিয়েই পুরুষ মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তার সাথে আরও অনেক গুণাবলিও দিয়েছেন। যেমন, সততা, নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ, মূল্যবোধ, প্রেম, ভালোবাসা, আত্মসংযম, যা পশুদের নেই। তবে সবচেয়ে বড় যে গুণটি বিধাতা মানুষকে দিয়েছেন, সে হলো প্রবল ইচ্ছাশক্তি। এই ইচ্ছা শক্তিবলে মানুষ যেমন অজেয়কে জয় করতে পারে, নিজ যৌনাবেগকেও তেমন সংযত করতে পারে। পশু থেকে নিজেকে আলাদা করতে পারে। আর যারা তা পারে না, তাদের সাথে আমি পশুর কোনো পার্থক্য দেখি না।

থাক, আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে হবে না। তুমি আজ আমার চোখ খুলে দিয়েছ। ঠিকই বলেছ, সব পুরুষই ভেতরে ভেতরে একজন পশু। শুধু সুযোগের অপেক্ষা। সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। দেখছ না, তোমাদের হাত থেকে শিশুরাও রেহাই পাচ্ছে না।

ক্ষোভ ঝরে পড়ল বউয়ের গলায়। তার এই ক্ষোভের যথেষ্ট কারণও আছে। ইদানীং যে হারে পুরুষের হাতে শিশু, কিশোরী, যুবতি, গৃহবধূ নির্বিশেষে যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে, তাতে নিজেকে মাঝে মাঝে পুরুষ বলে পরিচয় দিতে লজ্জা হয়। আমি নরম গলায় বললাম, তোমার কথায় যুক্তি আছে। তবে গুটিকয় পুরুষ নামের পশুর জন্য সব পুরুষমানুষকে বোধহয় দায়ী করা ঠিক নয়। বরং পুরুষরা যে কতটা সংযম ও ধৈর্যের পরিচয় দেয়, এবার তার উদাহরণ দিচ্ছি। দেখো, প্রাকৃতিক কারণেই সব মেয়ে সুন্দরী বা যৌনাকর্ষক হয় না। অথচ সেইসব মেয়েকে নিয়েও কিন্তু অধিকাংশ পুরুষ সারাটি জীবন কাটিয়ে দেয়। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অন্য নারীর দ্বারস্থ হয় না।

সে আর এমন কী? কত মেয়েও তো বেঁটে, মোটা, পটকা মাছ নিয়ে সারাজীবন কাটিয়ে দেয়। অন্য হ্যান্ডসাম পুরুষের দ্বারস্থ হয় না।

খোঁচাটা একেবারে মোক্ষম জায়গায় মারল বউ। আমার খর্বাকৃতির বেঢপ শরীর নিয়ে বউয়ের ক্ষোভ সরাসরি মুখে না বললেও আমি বুঝতে পারি। তবে ধরা না দিয়ে বললাম, আবার অনেক পুরুষ অকালে স্ত্রীকে হারিয়ে শুধু সন্তানদের দিকে তাকিয়ে কিংবা পরলোকগত স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার কারণে সারাটা জীবন একা কাটিয়ে দেয়। আর বিয়ে করে না।

সে তো মেয়েদের বেলায় আরও প্রযোজ্য।

কিন্তু মেয়েদের তো প্রাকৃতিকভাবেই যৌন চাহিদা পুরুষের চাইতে অনেক কম। তাই মেয়েদের জন্য সংযত থাকা, ধৈর্যধারণ করা পুরুষের চাইতে অনেক সহজ। স্কুলে, কলেজে, অফিসে, আদালতে, রাস্তায়, মার্কেটে, সব জায়গায় এখন মেয়েরা ছেলেদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলছে, পড়ছে, কাজ করছে। সব পুরুষ যদি তাদের ভেতরের পশুটিকে ছেড়ে দিত, তাহলে বাইরের এই পৃথিবী মেয়েদের জন্য আর বাসোপযোগী থাকত না। এ তো বাঘের সামনে অনেক মায়া হরিণ অথচ তাকে থাকতে হচ্ছে ঘাস খেয়ে! এখন ভেবে দেখো, সব পুরুষের ভেতর পশু প্রবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও, তারা সংযম সাধন করেছে বলেই অপেক্ষাকৃত দুর্বল নারীরা এই পৃথিবীতে এখনো সম্মানের সাথে, নিরাপদে বাস করছে।

তাহলে এই যে ইদানীং পুরুষগুলো অহরহ পরকীয়া প্রেমে জড়িয়ে পড়ছে, সে ব্যাপারে তুমি কী বলবে?

আর একটি জটিল প্রশ্ন করে বসলে! প্রথমত, প্রেম তো প্রেমই, তাকে আমি স্বকীয়া কিংবা পরকীয়া বলতে নারাজ। আর তুমি যদি পরকীয়া প্রেম বলতে একজন বিবাহিত পুরুষের সাথে অন্য একজন নারীর অবৈধ সম্পর্ক বুঝিয়ে থাকো, তবে আমি তার নাম দেবো অন্যাসক্তি। অর্থাৎ একটা সম্পর্কের মধ্যে থেকে, হোক সে সম্পর্ক বিয়ের, প্রেমের কিংবা সহাবস্থানের, অন্যের প্রতি আসক্তি। সেক্ষেত্রে কিন্তু নারীরাও ধোয়া তুলসী পাতা নয়।

কী বলতে চাইছ তুমি? মেয়েরা খারাপ? কত ভালো মেয়ের স্বামীকে দেখা যায় পরকীয়া প্রেম করতে।

আবার চড়ে গেল বউয়ের গলা। একজন নারী হয়ে নারীর অপরাধ মানতে নারাজ। অথচ ওর এই ভুলটাও ভাঙানো দরকার। আমি গলা নরম করে বললাম, রেগে যাচ্ছ কেন? একটু ভেবে দেখো, তোমার ঐ ভালো মেয়ের স্বামী কিন্তু আরেকটা মেয়ের সাথেই সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে, ছেলের সাথে নয়। আর সে সম্পর্ক যেহেতু জোরজবরদস্তি করে হয় না, মেয়েটির

প্রশ্রয়ে ও সম্মতিতেই হয়, তাহলে দোষ শুধু পুরুষের একার হবে কেন? একই দোষে তো নারীও দোষী।

এবার কিছুটা বিভ্রান্ত দেখালো বউকে। একটু আমতা আমতা করে বলল, তবে যে পত্রপত্রিকায় কত কিছু লেখা দেখি।

পত্রপত্রিকা তো অনেক খবরই রংচং চড়িয়ে, ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রকাশ করে প্রচারের স্বার্থে। পর্দার আড়ালে, চারদেওয়ালের ভেতরে, ঠিক কী ঘটে, তার অনেক কিছুই আমরা জানি না। পত্রিকায় যা পড়ি, টেলিভিশনে, ফেসবুকে, ইউটিউবে যা দেখি কিংবা লোকমুখে যা শুনি, তা কিন্তু সব সত্যি নয়।

তাহলে সত্যিটা কী?

সত্যিটা খুব জটিল এবং বহুমাত্রিক। তবে মূল আলোচনায় যাবার আগে তোমাকে একটা ঘটনা বলি। একবার ইংল্যান্ডে থাকতে পঁচাত্তর বছরের এক বৃদ্ধ এসে বলল, ডক্টর, ক্যান আই হ্যাভ সাম বুলেট ট্যাবলেট? বুলেট ট্যাবলেট কি জানো?

কেমন করে জানব? আমি কি ডাক্তার নাকি?

এক ধরনের ঔষধ। যা খেলে পুরুষের যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বয়সের ভারে কিংবা অন্য কোনো রোগের কারণে পুরুষের যৌন ক্ষমতা কমে গেলে আমরা প্রেসক্রাইব করি।

এ মা, ছি! ঐ বুইড়া সেই ট্যাবলেট দিয়ে করবে কী? নিশ্চয়ই কোনো ছুকরির সাথে...

কথা শেষ করতে পারল না বউ। হয়তো লজ্জায় কিংবা ঘৃণায়। ওকে আমি দোষ দিতে পারি না। বহু বছর ইংল্যান্ডে থেকে জেনে গেছে ইংরেজ পুরুষদের বহুগামিতার কথা। তাদের অবাধ যৌনাচারের কথা। শুনেছে বিভিন্ন দেশে সেক্স ট্যুরিজমের কথা। আমি হেসে বললাম, তোমার মতো প্রথমটায় আমারও তাই মনে হয়েছিল। তবে আমি তো ডাক্তার, বিচারক নই। ট্রিটমেন্ট দেওয়া আমার কাজ, জাজমেন্ট নয়। রুগির সেফটির কথা ভেবে বলেছিলাম, ইন দ্যাট কেস, ইউ আলসো নিড সাম বেরিয়ার প্রটেকশন! শুনে হো-হো করে হেসে উঠেছিল বৃদ্ধ। বলেছিল, ডোন্ট ওরি ডক্টর। আয়াম আ ফ্যামিলি ম্যান। স্টিল কমিটেড টু মাই ওয়াইফ। শুনে তো আমার চক্ষু চড়ক গাছ! এই বয়সে বুইড়া আবার নতুন বিয়া করল নাকি? এক অনুচিত কৌতূহল মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল বুকের ভেতর। দু-চোখ সরু করে জানতে চেয়েছিলাম, হাউ ওল্ড ইজ শি?

ওনলি সেভেনটি!

শুনে তো আমার সরু চোখ ভূতুম প্যাঁচার মতো বড় হয়ে গেল! বলে কি? ডাক্তার হিসেবে আমি জানি, পঞ্চাশ পঞ্চান্নতেই মেয়েদের মেনোপজ হয়ে যায়। শরীরে ফিমেল হরমোনের সরবরাহ কমে যায়। তখন না থাকে চাহিদা, না থাকে সক্ষমতা। অথচ সত্তর বছরের এক বৃদ্ধা এই বৃদ্ধের চাহিদা এখনো মিটিয়ে যাচ্ছে! আবার বৃদ্ধও তার পারফরমেন্স ঠিক রাখতে বুলেট ট্যাবলেট চাইতে এসেছে? সম্ভবত উৎসাহের আতিশয্যে আমি নড়েচড়ে বসেছিলাম। অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, হাউ? কীভাবে?

লুক ডক্টর, দিস ইজ কল্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং। পারস্পরিক বোঝাপড়া। একে অন্যের চাহিদার প্রতি সহানুভূতিশীল থাকা। বুড়ি ভালো করেই জানে, পুরুষ প্রজাতি হিসেবে এই চাহিদা আমার কমে গেলেও মরার আগ পর্যন্ত থাকবে। সে না দিলে হয়তো আমি অন্য নারীর দ্বারস্থ হবো। ঘরে রান্না না হলে মানুষ রেস্টুরেন্টে তো খেতে যাবেই। বলে হেসে উঠেছিল বৃদ্ধ।

এই পর্যন্ত বলে থামলাম আমি। দেখি মাথা নিচু করে আনমনে ভাবছে কিছু বউ। জানতে চাইলাম, কী ভাবছ?

ভাবছি, বিবাহিত জীবনে কি ওটাই সব? প্রেম, ভালোবাসা, এসবের কি কোনো মূল্য নেই?

শেষের দিকে কেমন কেঁপে গেল বউয়ের গলা! ও কি ভাবছে, ওসব না পেলে একদিন আমিও অন্য নারীর দ্বারস্থ হব? দেখে খুব মায়া হলো আমার। তবে নারী-পুরুষের জীবনে অত্যন্ত স্পর্শকাতর অথচ গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ের অবতারণা যখন করেছি, এর শেষ করা দরকার। বললাম, কেন থাকবে না? অবশ্যই আছে। প্রেম ভালোবাসা তো নারী-পুরুষের মাঝে এক স্বর্গীয় বন্ধন। তবে ঐ জিনিসটা সেই বন্ধনকে আরও মজবুত করে। আরও দীর্ঘায়িত করে।

কিন্তু আমি যতদূর জানি, পুরুষের সব চাহিদা পূরণ করার পরও অনেক নারীর ঘর ভেঙেছে। কেন বলতে পারো?

হয়তো পুরুষটি তার ভেতরের পশুটিকে বেঁধে রাখতে পারেনি। কিংবা আছে অন্য কোনো অতৃপ্তি!

অতৃপ্তি? কীসের অতৃপ্তি? সে যা চায়, তা তো পায়ই।

হয়তো পায়। হয়তো পায় না। কিংবা যেমন করে চায়, তেমন করে পায় না।

কী বলতে চাইছ তুমি? হেঁয়ালি না করে খোলাখুলি বলো।

অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে বউয়ের কণ্ঠস্বর। আমি সংযত কণ্ঠে বললাম, এখন যা বলছি, খুব মন দিয়ে শোনো। দেখো, সৃষ্টিগতভাবে পুরুষ শুধু বহুগামীই নয়, বৈচিত্র্য পিয়াসিও বটে। বাইরের বৈচিত্র্যের প্রতি তার দুর্বার আকর্ষণ।

পুরুষ সেই বৈচিত্র্য তার স্ত্রীর মাঝেও খোঁজে। প্রথম দিকে নিজ নারীর বৈচিত্র্যময় শরীরের অপার রহস্য উন্মোচনে সে বিভোরও হয়ে থাকে। তুমি তো জানো, জন্মের পর থেকেই একটি মেয়েকে উঠতে বসতে শেখানো হয়, সে পরের ধন। একদিন চলে যাবে অন্য ঘরে। সুখী করতে হবে অন্যজনকে। মেয়েরাও সেই মানসিকতা নিয়েই বড় হয়। আমাদের দেশে অধিকাংশ বিয়েই এখনো পারিবারিকভাবেই হয়। সেখানে মেয়েদের পছন্দ অপছন্দের খুব একটা মূল্য দেওয়া হয় না। মেয়েরা সেটা মেনেও নেয়। বিয়ের পর প্রথম প্রথম কয়েক বছর, ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়, সুখী করার সে দায়িত্ব ঠিকমতো পালনও করে যায়। কিন্তু যখনই সে ছেলেপুলের মা হয়ে যায়, যখন সে বুঝে যায়, স্বামীর ঘরে তার আসন পাকাপোক্ত হয়ে গেছে, তখন সে দায়িত্বে ভাটা পড়ে। তার সমস্ত মনোযোগ চলে যায় সন্তানদের প্রতি। সংসারের প্রতি। বেচারা স্বামী হয়ে পড়ে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের বাহন মাত্র। সেই সাথে, শুধু স্বামী নয়, নিজের প্রতি, নিজের শরীরের প্রতিও হয়ে পড়ে অমনোযোগী। স্থূল হয়ে যায় তার এক সময়ে রহস্যে ভরা ঐশ্বর্যময় শরীর। অযত্নে ফুলদানিতে রাখা রাখা ফুলের মতো নেতিয়ে পড়ে সব। বর্ণহীন, গন্ধহীন হয়ে ওঠে এক সময়ের নন্দন কানন। আর ম্লান সে ফুলের প্রতি ধীরে ধীরে আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে মাধুকরী পুরুষ। সেই চেনা পথ, সেই চেনা বাঁক, বিবর্ণ হয়ে থাকা ফসলের মাঠ! বহুগামী পুরুষ বৈচিত্র্য খুঁজে পায় না আর। এই অতৃপ্তি থেকেই জন্ম নেয় অন্যাসক্তি।

তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, ঘরের বউ একটা সেক্স-ডল। ছি!

ক্রুদ্ধ নাগিনির মতো ফলা তুলল বউ। ওর মুখে ছি শব্দটা যেন সেই নাগিনির বিষাক্ত ছোবল হয়ে পড়ল পুরুষ নামে এই আমার মুখে। লজ্জায় কিছুক্ষণ অধোবদন হয়ে রইলাম। তারপর ধীর কণ্ঠে বললাম, আমি জানি, কথাগুলো শুনতে ভালো লাগেনি তোমার। সব ক্ষেত্রে না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটাই বাস্তবতা। এই জন্যই সমাজে এত অনাচার, এত ব্যভিচার। এত বিবাদ, এত বিচ্ছেদ। এই জন্যই পরকীয়া বলো আর অন্যাসক্তি বলো, মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়ছে আমাদের সমাজে। এই চরিত্রের জন্যই সম্ভবত প্রায় সব ধর্মেই পুরুষদের জন্য স্বর্গে একাধিক হুর, পরি কিংবা অপ্সরীর প্রলোভন দেখানো হয়েছে যাতে এই পৃথিবীতে তারা তাদের রিপুকে সংযত রাখে। অথচ নারীদের বেলায় স্বর্গে একাধিক পুরুষের লোভ দেখানো হয়নি।

কিন্তু তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, মেয়েরা কোনো মানুষ নয়। তাদের কোনো ইচ্ছা অনিচ্ছা থাকতে নেই। তাদের তৃপ্তি অতৃপ্তির বলে কিছু নেই।

যেন নারীর জন্মই হয়েছে পুরুষ জাতির মনোরঞ্জনের জন্য, তাদের তৃপ্ত করার জন্য!

এবার অভিমানী শোনালো বউয়ের কণ্ঠস্বর। আমি হেসে বললাম, যাহ্, তা কেন হবে? নারী, ঈশ্বরের এক অপূর্ব সৃষ্টি। লজ্জাবতী লতার মতো লাজুক ও স্পর্শকাতর। ফুলের মতো স্নিগ্ধ ও সুন্দর। আবার ধরিত্রীর মতোই সর্বংসহা। সবকিছু নীরবে সহ্য করে যায়। বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। তাদেরও ইচ্ছা অনিচ্ছা আছে। তবে অধিকাংশ সময় তা জানান দিতে পারে না। আর পুরুষরাও তা বুঝতে পারে না কিংবা বুঝতে চায় না। ধর্মের দোহাই দিয়ে তারা নারীর আনুগত্য আদায় করে নিতে চায়। সামাজিক অনুশাসনের ভয় দেখিয়ে নারীর ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। বোকা পুরুষ বোঝে না, জোর করে শরীরের অধিকার পেলেও মনের অধিকার পাওয়া যায় না। মন সাড়া দেয় না বলেই প্রয়োজনের সময় নারীর শরীর সাড়া দেয় না। আর সে কারণেই অধিকাংশ নারী যৌন জীবনে অসুখী। আবার অনেক সময় পুরুষও নারীকে পরিপূর্ণ সুখ দিতে অক্ষম। শুধু যৌন সুখ নয়, অনেক নারীই দিনের পর দিন বঞ্চিত হয় স্বামীর প্রেম, ভালোবাসা, সম্মান ও সহানুভূতি থেকে। এসব থেকেই তৈরি হয় নারীর অতৃপ্তি। সে অতৃপ্তি ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মতো। ভিতরে ভিতরে জ্বলে পুড়ে অঙ্গার হতে থাকে, অথচ বাইরে থেকে বোঝা যায় না। এইসব নারী যখন অন্য পুরুষের সান্নিধ্যে আসে, তাদের সহানুভূতি পায়, তখন তাদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। সুযোগ পেলে তাদের সাথে জড়িয়ে পড়ে তথাকথিত পরকীয়া প্রেমে। তুমি শুনলে অবাক হবে, আমাদের সমাজে অতৃপ্ত এই নারীর সংখ্যা অগুনিত। রাত্রি গভীর হলে সেই অতৃপ্তি মেটাতে, স্বামীকে পাশে রেখে মেসেঞ্জারে, ইমোতে, হোয়াটসঅ্যাপে কিংবা অন্য কোনো যোগাযোগ মাধ্যমে তারা মেতে ওঠে অন্য পুরুষের সাথে যৌনাত্মক আলাপনে।

কিন্তু আগে তো এমন ছিল না! তখন কি মেয়েদের অতৃপ্তি ছিল না?

ছিল। হয়তো বেশিই ছিল। কিন্তু সুযোগ ছিল না। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম সেই সুযোগের দুয়ার খুলে দিয়েছে। আর অসংখ্য প্রচারমাধ্যমে সেইসব খবর ছড়িয়ে পড়ছে।

এ তো দেখছি ভয়াবহ অবস্থা। এ থেকে বাঁচার উপায় কী?

উপায় একটাই। সঠিক শিক্ষা। আমাদের দেশে মানবজীবনের অতি গোপন অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ের ওপর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়া হয় না। কী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, কী প্রচারমাধ্যমে, কী সাহিত্যাঙ্গনে, এই বিষয় নিয়ে কেউ কথা বলতে চায় না। এ যেন এক নিষিদ্ধ অধ্যায়। সামাজিক

এই টাবু ভেঙে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। নিজেদের মধ্যে খোলামেলা আলোচনা করতে হবে। একে অন্যের চাহিদা বুঝতে হবে। একে অন্যের ইচ্ছা অনিচ্ছার মূল্য দিতে হবে। একে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। একে অন্যকে সম্মান দিতে হবে। তাহলেই দেখা যাবে, অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে।

তুমি এত কিছু বোঝো কেমন করে?

আমি যে ডাক্তার। আমাকে বুঝতে হয়।

তুমি তো শুধু ডাক্তার নও। একজন লেখকও। তুমি কেন লিখছ না এই বিষয় নিয়ে? যারা মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না, তারা হয়তো তোমার লেখা পড়ে কিছুটা উপকৃত হবে।

সেটাই তো লিখছি।

বলো কি? বানানো না সত্য কাহিনি?

তুমি তো জানো, আমি খুব একটা কল্পকাহিনি লিখি না। আমি জীবন থেকে নেওয়া গল্প লিখি।

শোনাবে আমাকে?

ওর কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম। গলায় কি এক গা শিরশির করা মাদকতা। একটু আগের ঝাঁসির রানির লড়াকু ভাবটা আর নেই। কণ্ঠে এখন তার দ্রৌপদী ডাক। সে কি আমার বহুগামী হওয়ার সম্ভাবনাটা দূর হয়েছে বলে? নাকি নারী-পুরুষের ব্যক্তি জীবনের নিষিদ্ধ কাহিনি শুনবে বলে? আমি ঠিক বুঝতে পারি না। আমি যেন আরব্য উপন্যাসের শাহজাদি শেহেরজাদ আর ও বাদশাহ শাহরিয়র। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে আমার মুখে সহস্র এক রজনির গল্প শুনবে বলে। কী অদ্ভুত দ্বৈত চরিত্র মানুষের! একটু আগেই পুরুষের যে আদিম প্রবৃত্তি নিয়ে ছি ছি করছিল, এখন সেই কাহিনিই শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে! আসলে আমরা কেউই আমাদের ব্যক্তি জীবনের গোপন বিষয় অন্যকে বলতে চাই না। অথচ অন্যেরটা শুনতে ভীষণ উৎসাহ বোধ করি। হয়তো নিজের জীবনের সাথে অন্যেরটা মিলিয়ে দেখতে চাই বলে!

আমি ভালো করে আবার ওকে দেখি। আগ্রহ নিয়ে অনেকটা ঝুঁকে বসেছে এখন। ঘন পাপড়ির ছায়ায় আকাশের নীলের মতো গভীর দুই চোখ। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, সে চোখের তারায় এখন জ্বলজ্বল করছে বিশ্বাসের আলো। অবিশ্বাসী মেঘেরা মিলিয়ে গেছে দূরে। এই এক অসাধারণ গুণ মেয়েটার। খুব সহজেই মুখের কথা বিশ্বাস করে ফেলে। সে কথার আড়ালে, মনের গহিনে চলে যে কুটচালের খেলা, ও তা খুঁজে দেখার চেষ্টাও করে না।